সত্যনারায়ণ পিকচার্সের
শ্রী শ্রী
সত্যনারায়ণ
পরিবেশক: শ্রীগোপাল পিকচার্স

সত্যনারায়ণ পিকচার্সের ভক্তিমূলক নিবেদন !

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ

সংলাপ ও পাঁচালী পাঠ : **বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র**

কাহিনী : **মণি সিংহ**

প্রযোজনা : **শিবসাধন ব্যানার্জ্জী**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **হরি ভঞ্জ**

প্রধান কর্ম্ম সচিব : **অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালক : **সত্যদেব চৌধুরী**

চিত্র-শিল্পী : **অনিল গুপ্ত**

শব্দযন্ত্রী : **গৌর দাস**

শিল্প নির্দ্দেশনা : **বটু সেন**

গীতিকার : **কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ**

সম্পাদনা : **রবিন দাস**

নৃত্য পরিকল্পনা : **অনাথ চক্রবর্ত্তী ও পিটার গোমেশ**

রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী, সাজ-সজ্জাকর : শের আলী, স্থির-চিত্রশিল্পী : গোপাল চক্রবর্ত্তী, ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : প্রমোদ সরকার, পরিচ্ছদ-সরবরাহ : ডি আর মেক আপ্, জনতা সংগ্রাহক : সিনে সাপ্লাই ও ইউনাইটেড সিনে সাপ্লাই এসোঃ, পর্য্যবেক্ষণ : সত্যসাধন ব্যানার্জ্জী, রঞ্জিত সিংহ, প্রচার-শিল্পী : ধীরেন মল্লিক

ব্যবস্থাপনায় : **পশুপতি মুখোঃ**

সহকারিগণ :

পরিচালনা : শান্তি চ্যাটার্জ্জী, বিজলী মুখার্জ্জী, ব্যবস্থাপনায় : রাজেন বিশ্বাস, দীনেশ ব্যানার্জ্জি, চিত্রশিল্পে : জ্যোতির্ম্ময় লাহা, আশুতোষ দত্ত, শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ, আলোক সম্পাত : শান্তি সরকার, রূপসজ্জায় : দুর্গা চ্যাটার্জ্জী অনাথ মুখার্জ্জী, নৃপেন চ্যাটার্জ্জী, সম্পাদনায় : শেখর চন্দ, শিল্প নির্দ্দেশনায় : কবীন্দ্র দাশগুপ্ত, সোমনাথ চক্রবর্ত্তী, রবীন্দ্র দত্ত, সূর্য্য চ্যাটার্জ্জী, ভাস্কর্য্যে : গোবিন্দ ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালনায় : ব্রজেন সেন, অখিলবন্ধু ঘোষ, আবহ সঙ্গীত : ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস পরিস্ফুটনাগারে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : **শ্রীগোপাল পিকচার্স** : : ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাহিনী

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ,—দ্বাপর অবসান প্রায় ! পাতালে বলিরাজার কারাগারে কলি বন্দী। কলি যুগের আগমন আগত প্রায়। শ্রীকৃষ্ণের মনে এই কথা উদয় হ'তেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে তিনি উপস্থিত হ'লেন বলিরাজ গৃহে।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কলির মুক্তিলাভ ঘটল। মুক্ত কলি পৃথিবীতে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুচর—পাপ, ব্যভিচার, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য সকলকেই আদেশ দিলেন চারিদিকে তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত করতে।

কলিযুগ সুরু হ'ল :

কলির অত্যাচারে জর্জ্জরিতা ধরিত্রীর চোখে অবিরল অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। দেবর্ষি নারদ নিপীড়িতা ধরণীর দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে গেলেন সব কথা নিবেদন করতে। সব কথা শুনে রহস্যময় হাসি হেসে নারায়ণ নারদকে বললেন—"আমার সৃষ্টিকে রক্ষা করবে আমারই ভক্তরা। কলির অত্যাচার থেকে আমার ভক্তদের রক্ষা করতে এবার ধরাধামে আমি সত্যনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হ'ব।"

* * * *

আস্তিক নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নারায়ণের প্রকৃত ভক্ত ছিলেন ; ভিক্ষাই ছিল তাঁর একমাত্র উপজীবিকা। ভীষণতম দারিদ্র, দুর্দ্দশার মধ্যেও নিত্য নারায়ণের পূজা তিনি করতেন। একদিন পতিব্রতা স্ত্রী পদ্মার উপবাসক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তিনি আত্মবিসর্জ্জনে মনস্থ করেন। ঠিক

..সেই মুহূর্ত্তে এক তেজপুঞ্জ সন্ন্যাসীর ডাকে আস্তিক আত্মবিসর্জ্জন হতে বিরত হ'লেন। সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন—"তুমি সত্যনারায়ণের পূজা কর; তোমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে।"

সেই রাত্রেই আস্তিক সত্যনারায়ণের পূজা করলেন। রাতারাতি আস্তিকের কুঁড়ে ঘর রাজপ্রাসাদে পরিণত হ'লো। সকালে উঠে স্বামী-স্ত্রী এই পরিবর্ত্তন দেখে সত্যনারায়ণকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। গ্রামবাসীরা আস্তিকের এই পরিবর্ত্তনে সত্যনারায়ণের পূজা আরম্ভ করলেন।

এদিকে কলি সত্যনারায়ণের পূজার প্রচার বন্ধ করার জন্যে রীতিমতভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সত্যনারায়ণের অপার মহিমা শুনে কয়েকজন কাঠুরিয়াও সত্যনারায়ণের পূজা করা মনস্থ করে। তাদের পুঁজি সামান্য কাঠ কলির মায়ায় অন্তর্হিত হ'ল—কাঠুরিয়ারা প্রমাদ গণল। নারায়ণের অনুগ্রহে তারা তাদের কাঠের পরিবর্ত্তে চন্দন কাঠ ফিরত পেল। সেই রাতেই কাঠুরিয়ারা সত্যনারায়ণের পূজা করল। ধনপতি সদাগর কাঠুরিয়াদের কাছে সত্যনারায়ণের অপার মহিমা কীর্ত্তন শুনে সত্যনারায়ণের কাছে মানত করলেন যদি তিনি একটি কন্যা রত্ন লাভ করেন তা হ'লে তিনি সত্যনারায়ণের পূজা করবেন। যথাসময়ে তিনি কন্যা সন্তান লাভ করলেন—কিন্তু কলি চক্রান্তে সত্যনারায়ণ পূজা তিনি করলেন না।

যথাসময়ে কন্যা কলাবতীর চন্দ্রকেতুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। চন্দ্রকেতু ও ধনপতি এক সময়ে বাণিজ্যে গেলেন। সেখানে ভাগ্যবিড়ম্বনায় দীর্ঘকাল উভয়ের কারাদণ্ড ভোগ করতে হ'ল। এদিকে ধনপতির স্ত্রী ও কন্যা অভাবে দিনযাপন করতে থাকেন। আস্তিক ব্রাহ্মণের পরামর্শে সত্যনারায়ণের পূজা করলেন ধনপতির স্ত্রী ও কন্যা। কারামুক্ত ধনপতি ও চন্দ্রকেতু দেশ ফিরছেন! ঘাটে এসে চন্দ্রকেতুর তরী ডুবল! সত্যনারায়ণের পূজায় কি কোনও বিঘ্ন ঘটেছিল? চন্দ্রকেতু কি প্রাণ ফিরে পেল?

সামনের রূপালী পর্দ্দাই শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজার অপার মহিমার কথা আপনাকে জানাবে!!

সঙ্গীতাংশ

(১)

নারায়ণ প্রভু চির করুণাময়
যুগ যুগ বন্দিত হরি
তিয়াসা না মিটিল অনুদিন অনুখন
অন্তরে পদযুগ স্মরি ॥
প্রেম বৃন্দাবনে বাজে তব বাঁশী
গোপ বধূজন মিলন পিয়াসী ॥
দাও প্রভু দরশন চঞ্চল চিত মন
কাঁদে বিরহ—বিভাবরী ॥
হে চির সুন্দর গোলক বিহারী
ধরণী বরাভয় মাগে
প্রেম পুলকভরে নিশিদিন অন্তরে
বিহ্বল তব অনুরাগে ॥

কমল নয়ন মেলি চাহ মুরারী
দুখ ভয় ভঞ্জন পাপ তাপ-হারী
ত্রাহি জগত জনে হে পুরুষোত্তম
মঙ্গলময় রূপ ধরি ॥
গেয়েছেন : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

(২)

জাগো জাগো শুক, রজনী পোহায়
রাঙা রবি জাগে শ্যামলী ধরায়।
ভোরের সুরভি বহে সমীরণে,
জাগে বনভূমি কাকলি কূজনে,
আধো নিমিলিত অলস নয়নে
সারী বলে জাগো ফুল বনছায়।

তিমির নাশিয়া রাতের শিশিরে
কনক কিরণ কাঁপে তরুশিরে,
বাঁশী বাজে শোনো যমুনা তীরে
প্রভাতী সমীরে সুর মুরছায় ॥
গেয়েছেন : সুপ্রীতি ঘোষ।

(৩)

চাঁদের নয়নে ঘুম নেই, ঘুম নেই,
ঘুম নেই মধুরাতে।
বাজে বেণু বীণা তন্দ্রা বিহীনা
মিলন পূর্ণিমাতে ॥
চকোরীর পানে তৃষিত চকোর,
বাসর কুঞ্জে তাকায় বিভোর,
প্রেমের আবেশে পলক পড়ে না
বিহ্বল আঁখি পাতে ॥

মধু মিলনের উৎসব রাতে
ওগো বর ওগো বধূ,
পাপিয়ার সুরে শোন শোন ঝরে
অনাদি কালের মধু ;
অধীর কোয়েলা ডাকে অনিবার
ফুলবন শাখে মিলন মায়ার
স্তবগান রচে অতনু দেবতা
ফাগুনের জোছনাতে ॥

গেয়েছেন : আল্পনা ব্যানার্জ্জী।

(৪)

পরাণে বাজে বীণা, সহসা সুরে সুরে
কে তুমি এলে জোছনায় ;
তোমারি পথ চেয়ে, কোয়েলা ওঠে ডাকি
কুহুকুহু সুর মুরছায় ॥

রিণিকি রিণিকি ঝিনি
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
অনুরাগে চঞ্চল অন্তরে বাজে বীণ।
সোহাগে ঢলমল, তোমারি লাগি প্রিয়
নূপুর বাজে পায়ে পায় ॥
ফাগুনে ফুলবনে, প্রিয় গো এলে তুমি
মুকুলে বাজে পরিমল।
সরমে রাঙা হল, অধরের কুঙ্কুম
শিহরি উঠে বনতল ॥
দে দোল, দে দোল দোল, বাজে নব হিন্দোল
হৃদয় যমুনা আজি, বসন্তে উতরোল।
মাধবী মধুরাতে, স্বপনে দিশেহারা
সুরভি জাগে বনছায় ॥

গেয়েছেন : গায়ত্রী বোস।

(৫)

ভগবান দেখা দাও তমসায়
অশ্রু নির্ঝর ঝরে ঝর ঝর
দুঃখের বরষায় ॥
কোন অপরাধে ভেঙ্গে দিলে ঘর
মরুভূমি হল ফুলেরি বাসর।
ওগো নিরমম তোমারেই তবু,
ডেকে মরি নিরাশায় ॥
প্রিয়জনে মোর গহন তিমিরে
কোথায় লুকালে হরি,
ওগো নারায়ণ, কেন এ জীবন
দিলে গো ব্যথায় ভরি,
ঝড়ের আধারে ওগো বনমালী
ভীরু দীপশিখা দেবালয়ে জ্বালি,
তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ
জেগে আছি ভরসায় ॥

গেয়েছেন : সুপ্রীতি ঘোষ।

—রূপায়ণে—

নীতিশ মুখার্জ্জী, কমল মিত্র, সন্তোষ সিংহ, শিব ব্যানার্জ্জী,
অজিতপ্রকাশ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ হালদার, সন্তোষ দাস,
পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, সুদীপ্তা রায়, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, মনোরমা,
আশা দেবী, সুশীল রায়, আশু বোস, বেচু সিংহ, সত্যসাধন, কেষ্টদাস
মনোতোষ (এ্যাঃ), বাণীকণ্ঠ, কেষ্ট দত্ত, তারকনাথ, সতীশ, মনোজ, জীবন, বিনোদ, দাশু, নৃপেন,
চিত্তরঞ্জন, আদিত্য, শিবু, কল্যাণ, নির্ম্মল, বিভূতি, প্রসাদ, সলিল, জহর, সুবল, রবিন, পঞ্চু,
ঊষা দেবী, নমিতা দত্ত, রত্না বাকৃচি, মঞ্জু, রেণু, মীনা, মমতা, ঝরণা, মীরা, রেণুকা, আরতি,
মিনতি, নমিতা, শিবানী, অঞ্জলি, সুমিত্রা, প্রীতি, বীথি, শীলা, বীণা, নিভা, উমা, নমিতা চ্যাটার্জ্জী, লক্ষ্মীরায় ও আরো অনেকে।

শ্রীগোপাল পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা